প্রথম আলো

তারিখ 30 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

কবি নজরুল কলেজে নেই আর নেই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাল চাল
কবি নজরুল কলেজ

- পুরান ঢাকার এই কলেজে শিক্ষার্থী ২২,৩৯৪
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ২০৯
- শ্রেণিকক্ষ আছে প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ
- শতাধিক শিক্ষকের ঘাটতি
- ছাত্রীনিবাস নেই, একটি ছাত্রাবাস থাকলেও বসবাসের অনুপযোগী

মোশতাক আহমেদ

গড়ে ২০৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক। আবাসিক সুবিধা নেই, নেই পরিবহনব্যবস্থাও। একদিকে শিক্ষক সংকট, আরেকদিকে শ্রেণিকক্ষের অভাব। এই করুণ পরিস্থিতির মধ্যে ২২ হাজার ৩৯৪ জন শিক্ষার্থী জোড়াতালি দিয়ে লেখাপড়া করছেন রাজধানীর কবি নজরুল সরকারি কলেজে।

পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে অবস্থিত প্রাচীন ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে গিয়ে এবং ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৪ দেখানো হলেও এটি কলেজে রূপান্তরিত হয় ১৯২৩ সালে। একাধিকবার নাম পরিবর্তন হয়ে ১৯৭২ সালে জাতীয় কবির নামে এর নামকরণ হয়।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত এখন ১: ১৯। আর জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ৩০ করতে বলা হয়েছে। অথচ উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে নজরুল কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত এখন ১ : ২০৯।

শতাধিক শিক্ষকের ঘাটতি : কলেজের বাংলা ও অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক বললেন, প্রতিবছর শিক্ষার্থী বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ। কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ছাড়াও স্নাতক (পাস ও সম্মান), স্নাতকোত্তর, প্রিলিমিনারি ও প্রাইভেট কোর্স পড়ানো হয়। ১৭টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৬টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর আছে। শিক্ষকের পদ মাত্র ৮৫টি। এর মধ্যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৩টি প্রভাষক ও ১টি অধ্যাপকের পদ শূন্য ছিল। উপাধ্যক্ষের পদটি প্রায় তিন মাস ফাঁকা থাকার পর সম্প্রতি একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ৩৪ জন শিক্ষক আছেন সংযুক্তি হিসেবে (অন্যত্র পদায়ন হলেও সাময়িক সময়ের জন্য এই কলেজে ক্লাস নেন)। সংযুক্ত মিলিয়েও এখন কর্মরত শিক্ষক আছেন ১০৭ জন।

কবি নজরুল সরকারি কলেজের প্রধান ফটক ● প্রথম আলো

১৯৮৪ সালে করা এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যেসব বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয় সেগুলোতে কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা। অথচ এই কলেজে সেই সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এনাম কমিটির সুপারিশ মানলে আরও শতাধিক শিক্ষক প্রয়োজন।

কলেজ প্রশাসন সূত্র জানায়, বাংলা, অর্থনীতি, গণিত, রসায়ন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ ১২টি বিভাগে মাত্র ৪ জন করে শিক্ষকের পদ আছে। কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ বাদে মাত্র ৩টি বিভাগে অধ্যাপকের পদ আছে।

বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক বললেন, তাঁদের বিভাগে সংযুক্তি মিলিয়ে ৭ জন শিক্ষক আছেন। কিন্তু একাদশ শ্রেণিতেই সপ্তাহে ২৪টি ক্লাস। সমস্যার কারণে দ্বাদশে দুটি

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

কবি নজরুল কলেজে নেই আর নেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

শাখাকে এক করে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এর বাইরে স্নাতক (সম্মান ও পাস) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি তো আছেই। এর ফলে ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হয়।

সেমিনারকক্ষ মিলিয়েও শ্রেণিকক্ষ ৩০টি : শ্রেণিকক্ষের সংকটের কারণে বিভাগগুলোর সেমিনারকক্ষকেও শ্রেণিকক্ষ বানানো হয়েছে। অথচ যেসব বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর আছে, সেগুলোতে সেমিনারকক্ষ বাধ্যতামূলক। তারপরও পুরো কলেজে শ্রেণিকক্ষ ৩০টি। একটি গ্রন্থাগার থাকলেও সেখানে বসতে পারেন মাত্র ৩৫ জন।

অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক বললেন, তাঁদের বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগ মিলিয়ে বড় একটি ও ছোট দুটি শ্রেণিকক্ষ আছে। অনেক সময় কোনো শিক্ষক ক্লাস করতে গিয়ে দেখেন, সেখানে আরেকজন শিক্ষক পড়াচ্ছেন।

বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক বললেন, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে তাঁদের বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ নেই। পুরোনো ভবন হওয়ায় অনেক শ্রেণিকক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ, আবার অন্ধকার হয়ে থাকে।

বর্তমানে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ২৬৭, হিসাববিজ্ঞানে ২৫০, ইংরেজিতে ১৬০, ইসলামী শিক্ষায় ১৭০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। কিন্তু এত শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়ানোর মতো শ্রেণিকক্ষ নেই। শাখাও নেই। কোর্স ও বর্ষের বিবেচনায় বর্তমানের চেয়ে তিন গুণ শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন বলে জানালেন কয়েকজন শিক্ষক।

বছরজুড়ে পরীক্ষায় ক্লাস ব্যাহত : পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে তিন একর জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের সঙ্গেই চলে ইসলামী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়। মূলত কলেজটি স্কুলের জায়গায়। একই ভবনে কলেজ ও স্কুলের ক্লাস হয়। কয়েকজন শিক্ষক বললেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্রাশ প্রোগ্রামের' কারণে এমনিতেই সারা বছর পরীক্ষা থাকে। তার ওপর এসএসসি, এইচএসসি, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষাও হয়। আলাদা পরীক্ষার হল না থাকায় শ্রেণিকক্ষেই পরীক্ষা নিতে হয়। কিন্তু যখন বোর্ডের পরীক্ষা থাকে তখন কেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। এসব সমস্যায় বছরে বড়জোর দুই-তিন মাস ক্লাস হয়।

১৪ আগস্ট দর্শন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী কাওছার মাহমুদ বলেন, গত রোজার ঈদের পর তাঁদের বড়জোর ৫ থেকে ৭ দিন ক্লাস হয়েছে। নিয়মিত ক্লাস হয় না বলে দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে চান না।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল ভালো নয় : একসময় কলেজে উচ্চমাধ্যমিকের ওপর জোর দেওয়া হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চমাধ্যমিকের ওপর গুরুত্ব কমেছে বলে মনে করেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে চললেও গত বছর এই কলেজে গড় পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ১৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ (গ্রেড পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ফল) পেয়েছিলেন মাত্র ৯ জন।

অধ্যক্ষ নূরুন নাহার *প্রথম আলো*কে বলেন, কলেজে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ-সংকট বড় সমস্যা। এর মধ্যেও সকালে উচ্চমাধ্যমিক ও দুপুর থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হয়।

আবাসন ও পরিবহন-সংকট প্রকট : অনেক পুরোনো হলেও কলেজে আবাসন-সংকট প্রকট। সহশিক্ষা থাকা এই কলেজে প্রায় ৪০ শতাংশই ছাত্রী। অথচ নেই কোনো ছাত্রীনিবাস। আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় মেস করে ছাত্রীরা থাকেন। এতে খরচ যেমন বেশি হয়, তেমনি তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ইংরেজি বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী জানালেন, তাঁর বাসা যাত্রাবাড়ীতে। যদি যাতায়াতের জন্য কলেজের নিজস্ব বাস থাকত, তাহলে খরচ যেমন কমত, তেমনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হতো না। এই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় পাশে থাকা আরেক ছাত্রী বললেন, কলেজে মেয়েদের নামকাওয়াস্তে থাকা কমনরুমে টয়লেট মাত্র একটি। এতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। কলেজে কোনো ক্যানটিনও নেই।

স্বাধীনতার পর কলেজ থেকে কিছু দূরে শ্যামবাজারের মোহনী মোহন দাস লেনে একটি পরিত্যক্ত (অর্পিত সম্পত্তি) বাড়ি লিজ নিয়ে ছাত্রদের জন্য শহীদ শামসুল আলম ছাত্রাবাস করা হলেও এটি নিয়ে চলছে মামলা। একাংশ বেদখল হয়ে আছে। সরেজমিনে দেখা যায়, বাড়িটি জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান গত ১৯ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলো*কে বলেন, চাহিদার কারণেই হয়তো কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর খোলা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকের পদ সৃষ্টিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না বাড়িয়ে এভাবে চলতে দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের ঠকানো হচ্ছে।